তারিখ ..2 3. DEC 2011 ... ...
পৃষ্ঠা ... ৭১ ... কলাম ... ১ ......

শিক্ষা ক্যাডার বিতর্ক

দীপক চৌধুরী

বাংলাদেশের রাজনীতির প্রেক্ষাপট বিবেচনা করা হলে শিক্ষা নিয়ে রাজনীতি করে অতীতে বেনিফিসিয়ারি হয়েছেন অনেকেই। একটি দল ক্ষমতায় যেতে শিক্ষাকে ব্যবহার করেছে। শিক্ষকদের উস্কে দিয়ে রাজনীতি করা– তাদের অতীত চর্চা ছিল। শিক্ষা যে সবার অধিকার, এটা সম্ভবত তারা ভুলে গিয়েছিলেন। কারণ, শিক্ষার্থী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে প্রতারণা করাই হচ্ছে সুবিধাবাদীদের রাজনীতি। কিন্তু বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগাগোড়াই এ বিষয়ে ছিলেন সতর্ক, আছেনও সতর্ক। শিক্ষার্থীদের প্রতি দরদ আর মায়া থাকলে যা হয়। শিক্ষা যে সত্যিকার অর্থেই অমূল্য সম্পদ, তা বহুবার-বহুকাল প্রমাণিত। এখন পর্যন্ত ২৮৩টি কলেজকে জাতীয়করণের জন্য তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। এসব কলেজের শিক্ষকরা দাবি করে আসছেন, তাদেরও বিসিএস ক্যাডারে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। কিন্তু বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডার সমিতি এর বিরোধিতা করছে। কর্মকর্তারা বলছেন, কয়েকটি ধাপে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারে যোগ দেন তারা। এখন জাতীয়করণ হওয়া শিক্ষকরা যদি সরাসরি ক্যাডারে অন্তর্ভুক্ত হন, তাহলে সমস্যাটা বাড়বে। তাদের দাবি, বিসিএস ক্যাডার সদস্যদের সুবিধা অক্ষুণ্ন রেখে জাতীয়করণ হওয়া শিক্ষকদের জন্য পৃথক নীতিমালা করতে হবে। জাতীয়করণের জন্য ঘোষিত বেসরকারি কলেজের শিক্ষকদের জন্য প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন অন্তর্ভুক্ত করে ও জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এ বর্ণিত নির্দেশনা অনুসরণে তাদের ক্যাডার-বহির্ভূত রেখে স্বতন্ত্র বিধিমালা প্রণয়ন অতীব জরুরি।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইতিমধ্যেই কলেজ জাতীয়করণের ক্ষেত্রে একটি অনুশাসন দিয়েছেন; যাতে বলা হয়েছে, 'জাতীয়করণকৃত কলেজের শিক্ষকরা নিজ নিজ কলেজ থেকে অন্য কলেজে বদলি হতে পারবেন না, যা জাতীয়করণ করা শিক্ষকদের ক্যাডারভুক্ত না হওয়ার বার্তাই বহন করে। সম্প্রতি টেলিভিশনের চ্যানেল ঘোরাতে ঘোরাতে একটি রাতের টকশোয় শুনেছিলাম বক্তাদের কথা। তারা বলেছেন, জাতীয়কৃতদের ক্যাডারভুক্তি বন্ধ করে এ সংকট রোধ করা যায়। তাদের নিয়োগ, মর্যাদা, বদলি, পদোন্নতি সবকিছুকে নতুন আইনের দ্বারা পৃথক করতে হবে। প্রথমত, বিসিএসের জন্য অবজেকটিভ, লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে এবং শারীরিক পরীক্ষা করিয়ে ক্যাডার হিসেবে নিয়োগ পেতে হয়। শিক্ষা ক্যাডার এমনিতেই নানামুখী সংকটে নিমজ্জিত। তার সঙ্গে যুক্ত হতে চলেছে জাতীয়করণের তালিকায় থাকা ৩২৫টির মতো বেসরকারি কলেজের শিক্ষকদের শিক্ষা ক্যাডারে আত্তীকরণের আশঙ্কা। কেননা অতীতে ক্যাডার সার্ভিস পরিপন্থী আত্তীকরণ বিধিমাল-২০০০-এর মাধ্যমে জাতীয়করণ করা কলেজগুলোর শিক্ষকদের বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে আত্তীকরণ করা হয়েছে এবং হচ্ছে। এ বিধিমালাটি সিভিল সার্ভিসের সব ক্যাডারের জন্য প্রযোজ্য বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস ক্যাডার কম্পোজিশন রুলস-১৯৮০ ও বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস রিক্রুটমেন্ট রুলস-১৯৮১ পরিপন্থী। আত্তীকরণ বিধিমালা-২০০০ বর্তমান থাকলে এসব কলেজের ২০,০০০-এরও অধিক সংখ্যক শিক্ষক শিক্ষা ক্যাডারে আত্তীকৃত হবে। বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতি শিক্ষা ক্যাডারে বেসরকারি কলেজ জাতীয়করণসহ অন্য যে কোনো প্রক্রিয়ায় শিক্ষক আত্তীকরণ সমর্থন করে না। বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের ২৮টি ক্যাডারের মধ্যে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা অন্যতম বড় ক্যাডার। মানসম্পন্ন শিক্ষা বিস্তার ও দক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে এই ক্যাডার। সরকারের জনবান্ধব কর্মসূচি হচ্ছে পর্যায়ক্রমে শিক্ষার জাতীয়করণ। সে লক্ষ্য বাস্তবায়নে উপজেলা পর্যায়ে বেসরকারি কলেজ জাতীয়করণ করা হচ্ছে। এটাকে স্বাগত জানিয়েছে শিক্ষা ক্যাডার। তবে জাতীয়করণ করা সব কলেজের শিক্ষকরা যাতে অতীতের মতো সম্পূর্ণ অবৈধভাবে ক্যাডারভুক্ত করা না হয়, সেটা সমিতির পক্ষ থেকে সরকারকে অবহিত করা হয়েছে। বেসরকারি কলেজ জাতীয়করণের ক্ষেত্রে জাতীয় সংসদে ২০১০-এর ৮ ডিসেম্বর গৃহীত জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ অনুসরণে সংশ্লিষ্ট কলেজগুলোর শিক্ষকদের ক্যাডার-বহির্ভুক্ত রেখে স্বতন্ত্র নীতিমালা প্রণয়নের নির্দেশনা রয়েছে। বর্তমানের বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারের সিনিয়র-জুনিয়রসহ প্রায় ১৬ হাজার শিক্ষক সংখ্যালঘু অংশে পরিণত হবেন, যা ক্যাডারের শৃঙ্খলায় বিপর্যয় নিয়ে আসবে।

সাংবাদিক